الاستشراق

# প্রাচ্যবাদ

**ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের**
**বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রাসন**

**ডক্টর শহীদুল ইসলাম ফারুকী**

প্রকাশন

# লেখকের কথা

'প্রাচ্যবাদ' ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের এক সর্বগ্রাসী ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর ইউরোপ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। তারা এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাদের বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে একটি 'থিংকট্যাংক' বা 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করে, যারা 'প্রাচ্যবিদ' নামে পরিচিতি পায়। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করাই তাদের কাজ। তারা নতুন এ যুদ্ধের নাম দেয় 'প্রাচ্যবাদ'।। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তাদের তীক্ষ্ম মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে, শুধু সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এবং সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, যুদ্ধপদ্ধতি ও রণকৌশলই যথেষ্ট নয়; বরং মুসলিম দেশগুলোকে সম্পূর্ণভাবে গোলাম ও দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করার জন্য সেখানকার শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণি (Intellectual Class)-কে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করা জরুরি। এর জন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তাদের মেধাবী বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে 'প্রাচ্যবাদ' নামে একটি নতুন ফিকরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা করে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে ইসলামের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করা, ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো, তার আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থকে মুসলমানদের দূরে সরানো, কুরআন-হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো, সিরাতে নববী ও ইসলামি ইতিহাস ক্ষতবিক্ষত করা এবং মুসলিমদের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করা। এককথায় প্রাচ্যে চর্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পশ্চিমাদের লেখাপড়া; বিশেষত ইসলাম ও মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে তাদের লেখাপড়া, গবেষণা এবং এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি ইত্যাদির নাম প্রাচ্যবাদ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমারা প্রাচ্য নিয়ে লেখাপড়া করেছে। এভাবেই প্রাচ্যবাদের বিষক্রিয়া মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশ করতে থাকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে। যা দাপটের সাথে চলেছে কয়েক শতাব্দীব্যাপী। সেই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে; তা এই প্রাচ্যবাদেরই অংশ।

ইসলাম নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণার পেছনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনা কাজ করে। প্রাচ্যবাদ মানে ব্যাপকভাবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে পশ্চিমাদের পড়াশোনা, জানাশোনা এবং তার মধ্য দিয়ে

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য
আন্তর্জাতিক ইসলামি শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর এমিরেটাস
**ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের**

# ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের যে আক্রমণ, তার পেছনে একটি তত্ত্ব রয়েছে। তত্ত্বটির নাম 'ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন' বা সভ্যতার সংঘাত। এই তত্ত্বটি দিয়েছিলেন স্যামুয়েল পি. জে হান্টিংটন। তার ধারণা মতে, ইসলামি সভ্যতা ও পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে একটি সংঘাত রয়েছে। সুতরাং পশ্চিমা সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে ইসলামি সভ্যতাকে যেভাবেই হোক আক্রমণ করা উচিত। হান্টিংটন বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের পরের বিশ্বে বদলে যাবে সংঘাতের ধরন। ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো আগের মতো বিভিন্ন দেশের মধ্যে হবে না, হবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে। আমেরিকা-কেন্দ্রিক পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ইসলামি সভ্যতা। এজন্যই হান্টিংটন তার বইয়ের নাম দেন 'দ্যা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার সংঘাত'।

হান্টিংটনের এই সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েই পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের ওপর হামলা চালাচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত পন্থায়। আর সেটাই হলো- 'ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ'। প্রাচ্যবাদ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের একটি চিন্তাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রাসন। যার উদ্দেশ্য ইসলামের আসল রূপকে বিকৃত করা, ইসলামকে ভয়ানক ও বিপজ্জনক ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা, ইসলামের নবী ও কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং মুসলিম দেশ ও তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা। এই পথে বহু মুসলিম দেশ হাতছাড়া হয়েছে এবং যেসব মুসলিম দেশে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলছে তা এরই ধারাবাহিকতা। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুঃখজনক অবস্থা পশ্চিমাদের এই সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব ও প্রাচ্যবাদ আন্দোলনেরই ফলাফল।

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাগুলো পড়লে দেখা যায়, নিছক জ্ঞান অর্জনের আগ্রহে বা অন্য কোনো সদিচ্ছা নিয়ে তারা ইসলাম নিয়ে কাজ করেননি; বরং শুরুতেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব নিয়েই কাজ শুরু করেন। বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ও বিকৃত ধারণাগুলোর অধিকাংশের জন্ম এই প্রাচ্যবাদের গর্ভ থেকে। বর্তমানে প্রাচ্যবাদ আন্দোলন অন্য রোডম্যাপ গ্রহণ করেছে, আর সেই রোডম্যাপ হলো 'বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা'। আগে প্রাচ্যবিদদের টার্গেট ছিল শুধু ইসলাম, আর

প্রখ্যাত লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদ
**ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের**

# ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সামরিক আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সাথে মানুষ পরিচিত হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের স্বরূপ অনেকের অজানা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বেশির ভাগ মুসলমান বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তাযুদ্ধের ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত নন। সশস্ত্র ক্রুসেডের (১০৯৫-১২৯১) পরবর্তী সময়ে ইহুদি-খ্রিষ্ট অক্ষশক্তি বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণকে স্তব্ধ করার মানসে বহুমাত্রিক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে; তার মধ্যে প্রধানত ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই' (Intellectual Crusad)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) বিভীষিকা এবং স্নায়ুযুদ্ধের (১৯৪৫-১৯৮০) ডামাডোলের মধ্যেও আদর্শের এ লড়াই অব্যাহত থাকে। ক্রুসেডসহ বিভিন্ন ফ্রন্টে কেবল অস্ত্রের বলে মুসলমানদের পদানত করা সম্ভব হয়নি; সাময়িকভাবে কিছু কিছু ফ্রন্টে মুসলিম শক্তি পিছু হটলেও আবার তারা শক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ইহুদিগোষ্ঠী ও খ্রিষ্টজগৎ মুসলমানদের শক্তির উৎস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়।

গোটা দুনিয়ায় তিন শতাধিক গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফোরাম (Think Tank) গড়ে তোলা হয়। খুব বেশি দিন লাগেনি ফলাফল পেতে। তারা জেনে ফেলেন মুসলমানদের শক্তির উৎসগুলো; যথা- আল্লাহ তাআলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, মহানবী সা.-এর আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য, নিষ্কলুষ চারিত্রিক দৃঢ়তা, মৃত্যুঞ্জয়ী মনোবৃত্তি, শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবীয় গুণাবলির চর্চা। এবার তারা অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে চিন্তাযুদ্ধের মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়। এ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে প্রাচ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন, মহানবী সা.-এর অবমাননা, খ্রিষ্টান মিশনারি, শক্তিশালী মিডিয়া কমপ্লেক্স, মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার, সেবার আড়ালে এনজিও কর্মকাণ্ড, অশ্লীলতার বিস্তার, বিনোদন-বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ তৈরি আর বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপের মধ্যে 'ইখতিলাফি' বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে অনৈক্য সৃষ্টি। রাবাত থেকে জাকার্তার পুরো মুসলিম জনপদ এখন

বিজ্ঞ লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ও প্রাচ্যবাদ মোকাবিলায় উম্মাহর করণীয়, পথ ও পদ্ধতি উল্লেখ করে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন; যা প্রশংসার দাবি রাখে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের ভূমিকা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

এই গ্রন্থটি অত্যন্ত যুগপ্রাসঙ্গিক ও সময় উপযোগী এবং লেখকের অগ্রসর চিন্তার ফসল। তরুণদের মনন ও চেতনাকে শাণিত করতে এটি ব্যাপকতর ভূমিকা রাখবে। আমি প্রাজ্ঞ লেখক ডক্টর শহীদুল ইসলাম ফারুকী লিখিত 'প্রাচ্যবাদ : ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন' গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি। এটি ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে প্রত্যেকের সংগ্রহে রাখার মতো একটি আকর গ্রন্থ। দুআ করি আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞ লেখককে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমিন।

**(ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন)**

# সূচিপত্র


১ম অধ্যায় ..... ২৫

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ..... ২৬
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের আভিধানিক অর্থ ..... ২৭
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পারিভাষিক অর্থ ..... ২৭
এখনকার যুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ..... ২৮
স্বশস্ত্র আগ্রাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মাঝে পার্থক্য ..... ২৯
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ধরণ ..... ৩০
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পশ্চিমা চ্যানেল ও উপকরণ ..... ৩১
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ..... ৩৩
বিশ্ব মানচিত্রে পাশ্চাত্যের উত্থানকাল ..... ৩৭
ইউরোপের রেনেসাঁ ..... ৩৮
উসমানি খেলাফতের পতন ..... ৩৮
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ ..... ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ..... ৪৯

প্রাচ্যবাদের পরিচয় ও মর্ম ..... ৫০
প্রাচ্যবাদের আভিধানিক অর্থ ..... ৫০
প্রাচ্যবাদ : পরিভাষা বিশ্লেষণ ..... ৫১
প্রাচ্যবাদের বিপরীত শব্দ পাশ্চাত্যবাদ ..... ৫২
প্রাচ্যবাদের পারিভাষিক অর্থ ..... ৫৩
প্রাচ্যবিদ কারা? ..... ৫৬
প্রাচ্যবাদ দুই প্রকার ..... ৫৭
সাধারণ প্রাচ্যবাদ ..... ৫৮
বিশেষ প্রাচ্যবাদ ..... ৫৮
প্রাচ্যবাদের সমার্থক কয়েকটি পরিভাষা ..... ৫৮
আল-ইসতি'রাব/الاستعراب (আরববাদ) ..... ৫৮
আত-তাগরীব/التغريب (পাশ্চাত্যকরণ আন্দোলন) ..... ৫৯
আত-তানসির/التنصير (খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ আন্দোলন) ..... ৬১
প্রাচ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ..... ৬১
প্রাচ্যবাদ পাশ্চাত্যের একটি বহুমুখী প্রকল্প ..... ৬৪
প্রাচ্যবিদদের গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় ..... ৬৬
প্রাচ্যবাদ চর্চার কারণ ..... ৬৭
১. প্রাকৃতিক ..... ৬৭
২. ঐতিহাসিক ..... ৬৭
৩. ধর্মীয় ..... ৬৭

৪. সাম্রাজ্যবাদী ..... ৬৮
৫. রাজনৈতিক ..... ৬৮
৬. জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রিক ..... ৬৮
৭. ক্রুসেড ..... ৬৯
০৮. বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ..... ৬৯
কৌশল পরিবর্তন ..... ৬৯

তৃতীয় অধ্যায় ..... ৭১

প্রাচ্যবাদের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ..... ৭২
প্রাচ্যবাদ আন্দোলনের পটভূমি ..... ৭২
প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের লড়াই ..... ৭৩
প্রাচ্যবাদের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ..... ৭৪
১ম স্তর : খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ..... ৭৫
২য় স্তর : রাসুলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাব থেকে ঈসায়ী নবম শতক পর্যন্ত ..... ৭৬
৩য় স্তর : ঈসায়ী নবম শতক থেকে তেরো শতক (স্পেন থেকে ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের সময়কাল) পর্যন্ত ..... ৭৭
৪র্থ স্তর : ঈসায়ী তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত ..... ৮০
৫ম স্তর : ঈসায়ী আঠারো শতক থেকে একুশ শতক পর্যন্ত ..... ৮২
৬ষ্ঠ স্তর : একুশ শতকে প্রাচ্যবাদ ..... ৮৪
একুশ শতকে প্রাচ্যবাদের নতুন পরিভাষা ও রোডম্যাপ 'বিশ্বায়ন' ..... ৮৬
বিশ্বায়ন : মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের নতুন থাবা ..... ৮৭
প্রাচ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ..... ৯৫
প্রাচ্যবাদ ও ইহুদিবাদ ..... ৯৭
প্রাচ্যবাদ ও খ্রিষ্টান মিশনারি ..... ৯৮
প্রাচ্যবাদ ও হিউম্যানিজম ..... ১০১
প্রাচ্যবাদ ও সেক্যুলারিজম ..... ১০৪
প্রাচ্যবাদ ও লিবারেলিজম ..... ১০৭
প্রাচ্যবাদ ও মডারেটিজম ..... ১১০
প্রাচ্যবাদ ও বিশ্ববিস্তৃত পশ্চিমা মিডিয়া নেটওয়ার্ক ..... ১১২

চতুর্থ অধ্যায় ..... ১১৫

প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ..... ১১৬
প্রাচ্যবাদের ধর্মীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ..... ১১৬
১. আল-কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ..... ১১৭
২. হাদিসে নববির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ..... ১১৭
৩. মহানবির সিরাত ও রিসালাত সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ..... ১১৮
৪. রাসুলের সাহাবি ও স্ত্রীগণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ..... ১১৮
৫. ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ..... ১১৯
৬. ইসলামের আইনশাস্ত্র ফিকহ সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ..... ১২১
৭. তাসাওউফ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ..... ১২১
৮. আরবি ভাষার দীনি বৈশিষ্ট্য ও রঙ নির্মূল করা ..... ১২১

৯. ইসলামি শরিয়ার বিভিন্ন বিধি-বিধানের মূল কাঠামো বিকৃত করা .....১২২
১০. পশ্চিমাদের থেকে ইসলামের সত্যকে আড়াল করা ..... ১২৩
১১. দীনি প্রতিষ্ঠান ও তার ধারক-বাহকদের চরিত্র হনন করা ..... ১২৩
১২. ইসলামের উত্থানকে প্রতিরোধ করা ..... ১২৪
১৩. মুসলমানদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা ..... ১২৪
প্রাচ্যবাদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য..... ১২৪
১. ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বচ্ছতা বিনষ্ট করা ..... ১২৫
২. ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের স্থলে ধর্মহীন চিন্তা-দর্শন চাপিয়ে দেওয়া ..... ১২৫
৩. ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া... ১২৬
৪. মুসলমানদের মাঝে চিন্তাগত বিরোধ ও বিভক্তি সৃষ্টি করা ..... ১২৬
৫. মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোকে পশ্চিমাদের প্রভাবাধীনে নিয়ে আসা ..... ১২৭
৬. মুসলিম উম্মাহর হৃদয় হতে দীনি চেতনা ও মর্যাদাবোধ নির্মূল করা ..... ১২৭
৭. ইসলাম প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা ..... ১২৭
৮. ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসে পশ্চিমা ভোগবাদী শিক্ষার বিকাশ দান করা ..... ১২৮
০৯. মুসলিম বিশ্বে খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা চালানো ..... ১২৮
১০. আর্ত-মানবতার সেবার লেবেল লাগিয়ে এনজিও সৃষ্টি করা ..... ১২৯
প্রাচ্যবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ..... ১২৯
প্রাচ্যবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ..... ১৩২
১. ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি ও ইসলামি রাজনীতি নির্মূল করা..... ১৩৩
২. মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা..... ১৩৪
৩. ইসলামি দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে অস্থিতিশীল করে রাখা ..... ১৩৪
৪. ইসলামি ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে শক্তিশালী হতে না দেওয়া ..... ১৩৫
৫. সেনাবাহিনীর মধ্যে নাস্তিকতা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া ..... ১৩৫
৬. মুসলিম দেশগুলোতে ডিক্টেটর ও একনায়ক তৈরি করা ..... ১৩৫
৭. মুসলমানদের মধ্য হতে সেবাদাস শ্রেণির সৃষ্টি করা ..... ১৩৬
৮. মুসলিমদের চিন্তায় আঞ্চলিক উগ্র জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত করা..... ১৩৬
৯. নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করে ইসলামি সমাজকে ধ্বংস করা ..... ১৩৭
প্রাচ্যবাদের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য..... ১৩৮
১. মুসলিম দেশসমূহের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া ..... ১৩৮
২. ইসলামি দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা ..... ১৩৯
প্রাচ্যবাদের ইলমি, জ্ঞানগত ও একাডেমিক উদ্দেশ্য..... ১৩৯
প্রাচ্যবিদদের ইলমি খেদমত ..... ১৪০
প্রাচ্যবিদদের কিছু অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ..... ১৪০

পঞ্চম অধ্যায়..... ১৪৪

প্রাচ্যবাদ বিস্তারের উপায়-উপকরণ..... ১৪৫
প্রাচ্যবাদ বিস্তারের সরাসরি মাধ্যম..... ১৪৫
১. প্রাচ্যের ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা..... ১৪৫
২. মৌলিক বই-পুস্তক ও গ্রন্থ রচনা ..... ১৪৬
৩. আরবি মাখতুতাত তথা হস্তলিপি পা-ুলিপি জমা করা..... ১৪৭
০৪. মাখতুতাত (পা-ুলিপি)-এ তাহকিক ও গবেষণা করা..... ১৪৭
৫. আরবি ও ইসলামি জ্ঞান নিজেদের ভাষায় রূপান্তর করা ..... ১৪৯

৬. গবেষণা পত্রিকা ও জার্নাল বের করা ..... ১৪৯
৭. খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা চালানো ..... ১৫১
৮. বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেকচার প্রদান ..... ১৫১
৯. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সভা-সম্মেলনের আয়োজন করা ..... ১৫২
১০. ভাষা, শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলোতে জায়গা করে নেয়া ..... ১৫৩
১১. জ্ঞানকোষ ও বিশ্বকোষ রচনা করা ..... ১৫৩
১২. লুগাত, ডিকশনারী ও ইনডেক্স তৈরি করা ..... ১৫৪
১৩. প্রাচ্যের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্যের আর্কাইভ জমা করা ..... ১৫৫
প্রাচ্যবাদ বিস্তারের মাধ্যম ..... ১৫৬
১. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ..... ১৫৬
২. ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবাদ বিষয়ক অনুষদ খোলা ..... ১৫৬
৩. প্রাচ্যবাদ বিষয়ক সংগঠন-সংস্থা গড়ে তোলা ..... ১৫৭
৪. মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা ..... ১৫৮
প্রাচ্যবিদদের যেসব গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসভুক্ত ..... ১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ..... ১৬২

প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা ..... ১৬৩
কাজের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা ..... ১৬৩
প্রাচ্যবিদদের প্রকারভেদ ..... ১৬৪
ড. মাহমুদ হামদী যাকযুকের দৃষ্টিতে প্রাচ্যবিদদের প্রকারভেদ– ১৬৪
ড. মুহাম্মদ ফাতহুল্লাহ যিয়াদির দৃষ্টিতে প্রাচ্যবিদদের প্রকারভেদ– ১৬৪
আল্লামা শিবলী নুমানীর দৃষ্টিতে প্রাচ্যবিদদের প্রকারভেদ– ..... ১৬৫
প্রাচ্যবিদদের স্তর ও শ্রেণি বিন্যাস ..... ১৬৫
ইসলামি ধর্মগ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের হস্তক্ষেপ ..... ১৬৬
প্রাচ্যবিদদের ইতিবাচক ভূমিকা ও স্বীকৃতি ..... ১৭০
ভয়ঙ্কর ও গোঁড়া প্রাচ্যবিদ এবং তাদের গবেষণা ..... ১৭৩
প্রাচ্যবিদদের কুরআন গবেষণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ১৭৭
কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস ..... ১৮০
কুরআনচর্চার নেপথ্যে প্রাচ্যবিদদের এজেন্ডা ও পন্থা ..... ১৮১
পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের কতিপয় তথ্য ও মন্তব্য ..... ১৮২
প্রাচ্যবিদদের হাদিস গবেষণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ১৮৫
হাদিস গবেষণায় প্রাচ্যবিদদের পদ্ধতি ..... ১৮৭
হাদীসের ব্যাপারে গোল্ডজিহারের আপত্তি-অভিযোগ ..... ১৮৮
হাদীসের ব্যাপারে জোসেফ শাখতের আপত্তি-অভিযোগ ..... ১৯২
ইসলামি জ্ঞানজগতে হাদিসের প্রাচ্যবাদী ব্যাখ্যার প্রভাব ..... ১৯৪
প্রাচ্যবিদদের সিরাত গবেষণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ১৯৬
প্রাচ্যবিদদের সিরাতবিষয়ক গবেষণার পর্যালোচনা ..... ২০২
প্রাচ্যবিদদের সিরাত চর্চার নেপথ্য কারণ ও উদ্দেশ্য ..... ২০৮
প্রাচ্যবিদদের ইসলামি আইন গবেষণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ২০৯
প্রাচ্যবিদদের ইসলামি আইন গবেষণার পর্যালোচনা ..... ২১২
প্রাচ্যবিদদের ইতিহাস চর্চা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ২১৪
প্রাচ্যবিদদের তাসাওউফ গবেষণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ..... ২১৬

সপ্তম অধ্যায়..... 220

ইসলাম বিষয়ক গবেষণায় প্রাচ্যবিদদের কর্মপদ্ধতি.....২২১
অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের রচনা অসত্য তথ্যনির্ভর..... ২২৭

অষ্টম অধ্যায় ..... 229

প্রাচ্যবাদ আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ..... ২৩০
ও তার মোকাবেলার পদ্ধতি ..... ২৩০
প্রাচ্যবাদ আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ..... ২৩০
ব্যাপক দ্বীনি, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ..... ২৩০
সর্বত্র ধর্মহীনতার উত্তাল সয়লাব ..... ২৩১
পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী..... ২৩২
মুসলিম চিন্তাবৃত্তিতে ধস ..... ২৩৩
নতুন ইরতিদাদের অভ্যুদয়..... ২৩৬
ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন..... ২৩৭
পশ্চিমা সভ্যতার দুর্দমনীয় বিকাশ ..... ২৩৮
পশ্চিমা মতবাদ ও দর্শনের বিকাশ..... ২৩৯
পাশ্চাত্যের সেবাদাস সৃষ্টি ..... ২৪১
প্রাচ্যবাদ মোকাবেলায় আমাদের করণীয় ..... ২৪১
শত্রু যে পথে আসে সে পথেই মোকাবেলা করতে হয় ..... ২৪৩
০১. প্রাচ্যবিদদের লেখা ও গবেষণাসমূহের পোস্টমার্টেম করা ..... ২৪৪
০২. প্রাচ্যবিদদের ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করা..... ২৪৫
০৩. ইসলামী গবেষণায় প্রাচ্যবিদদের প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা.... ২৪৫
০৪. জ্ঞান-গবেষণার একটি গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ গড়ে তোলা ..... ২৪৬
০৫. 'চিন্তাযুদ্ধ ও প্রাচ্যবাদ' বিষয়টি কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা ..... ২৪৭
০৬. মুসলিম বিশ্বের কারিকুলাম থেকে প্রাচ্যবিদের রচনাবলী সরিয়ে দেয়া ..... ২৪৭
০৭. প্রাচ্যবিদদের মুখোশ উন্মোচনে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা ..... ২৪৮
০৮. গবেষণা পত্রিকা ও জার্নাল প্রকাশ করা ..... ২৪৮
০৯. প্রাচ্যবাদের বিপরীতে পাশ্চাত্যবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা ..... ২৪৯
১০. লেখক ও গবেষকদের একটি দল তৈরি করা ..... ২৫৩
১১. কৌশল, দৃঢ়তা ও চরম সহিষ্ণুতা অবলম্বন..... ২৫৩
১২. বস্তুগত উপায়-উপকরণের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি করা..... ২৫৪
আজকের লড়াই ও অপরিহার্য দায়িত্ব ..... ২৫৭
সমাজ পরিবর্তনে সমন্বিত কর্মসূচি..... ২৬০
বিজয় আমাদের অত্যাসন্ন ..... ২৬০
উপসংহার ..... ২৬১

গ্রন্থপঞ্জি..... ২৬৪

# বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন

হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে পৃথিবীর সেই সূচনাকাল থেকেই। প্রতিটি যুগেই চলেছে এই সংঘাত। থেমে নেই আজও। এক দিকে আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসুল ও তার অনুসারীরা, অপরদিকে অবিশ্বাসী কাফির ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা। সেই ধারাবাহিকতায় ইসলামের আবির্ভাবের পরপরই শুরু হয়ে যায় ইসলামের সাথে কাফির ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ইসলামকে নির্মূল করার জন্য কাফিরগোষ্ঠী বারবার স্বশস্ত্র লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। সব যুগেই সে আপন মহিমায় দেদীপ্যমান থাকবে। ফলে কাফিররা প্রতিবারই স্বশস্ত্র লড়াইয়ে পরাজয় বরণ করে। সর্বশেষ ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে পশ্চিমা দুনিয়া ও খ্রিষ্টান বাহিনী একের পর এক পরাজিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম বীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর কাছে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পশ্চিমা বিশ্ব যখন দেখল তারা মুসলমানদের ওপর যতই স্বশস্ত্র পন্থায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, মুসলমানরা ততই ইসলামের প্রেরণায় দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পুনরায় বিপুল শক্তিতে ইসলামের নবজাগরণ ঘটছে। কোনোভাবেই ইসলামকে নিভিয়ে ফেলা এবং মুসলমানদের নিঃশেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, ইসলাম যতদিন নির্ভেজাল সত্তায় তার নিখুঁত কাঠামো ও মৌলিকত্ব নিয়ে টিকে থাকবে, মুসলমানদের অন্তরে তাদের নবীর ভালোবাসা ও ঈমানের আগুন জ্বলতে থাকবে এবং মুসলমানরা কুরআন ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তাদের চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই তারা সম্মুখ যুদ্ধের পথ থেকে সরে এসে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। এবার তারা বেছে নেয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তা যুদ্ধের পথ।

তারা বুঝতে পারে, প্রাত্যহিক জীবনে মূলত ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনকে আঁকড়ে ধরার কারণেই মুসলমানদের এই ঈমানি শক্তির স্ফুরণ ও অগ্রযাত্রা। তাই তাদের প্রাত্যহিক ইসলামি জীবনব্যবস্থা, ঈমান-আকিদা, আদর্শ-মূল্যবোধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ চালিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে হবে, পচন ধরিয়ে দিতে হবে তাদের চিন্তাবৃত্তিতে। যাতে অন্তরে লুক্কায়িত সেই ঈমানি আগুন আর জ্বলে না ওঠে। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন' বলা হয়। যে যুদ্ধে নেই কোনো উন্মাদনা-বর্বরতা, আছে শুধুই চিন্তার উর্বরতা। যে রণাঙ্গণে নেই কোনো রকম উত্তাল-প্রলয়, যেখানে আছে শুধুই কৌশলী তাল-